গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৪২, এম, এম, আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম ।

রেজিষ্টার্ড এডি

বিচারাদেশ নং ঃ ২২ /২০১৯, তারিখ ঃ২৭/০৫/২০১৯ইং,

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ঃ মোঃ আজিজুর রহমান।

তারিখ ঃ /০৫/২০১৯ খ্রিঃ

পদবী ঃ কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

ঃ মূল আদেশ ঃ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে তা আদেশ জারীর ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপীল আবেদনের উপর টাকা ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করে দিতে হবে।

ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প এর ১নং তফশীলের ৬ নং দফা অনুযায়ী টাকা ২০/-(বিশ) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি যুক্ত এ আদেশের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি ; এবং

খ) আপীল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি।

৪। আপীল আবেদনের একটি অনুলিপি অবশ্যই কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৪২, এম, এম, আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৪, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২(১) (খ) এর প্রতি আপীলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি অবশ্যই আইনের ধারা মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে।

০৬। লিখিত আপীল ছাড়াও আপীলকারী স্বয়ং অথবা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে আপীল আবেদনে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

০৭। ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong ও M/s. Viyella Tex Ltd, Gazipur.

খ) অনিয়ম এর বিবরণ ঃ বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য অবৈধভাবে অপসারণের অভিযোগ।

০৮। মামলার বিবরণ ঃ

গত ২১/০১/২০১৯ খ্রিঃ রাত ০৯.০১ ঘটিকায় কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, সিইপিজেড ডিভিশনের উত্তর গেইটে পদস্থকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তব্য পালনকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি পণ্য চালান বেপজা কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকালে গাড়ীর চালককের নিকট পণ্য চালানের স্বপক্ষে দলিলাদি চাওয়া হলে গাড়ী চালাক ডেলিভারি চালান নং-৩৩৯, তারিখ-২১.০১.২০১৯ এবং QNS Service Ltd, Cepz, Chattogram এর ইনপুট আউট ভিহিক্যাল চালান, চালান নং-OC-2018-3-00029, তারিখ-২১.০১.২০১৯ খ্রিঃ, সময়-০৭.০০ pm কাগজপত্র সরবরাহ করেন। আর কোন কাগপত্র/দলিলাদি আছে কিনা তা জানতে চাইলে তিনি গাড়ী থেকে নেমে এক পর্যায়ে পালিয়ে যান। আটককৃত গাড়ীতে মালামালসমূহের স্বপক্ষে যে চালান পাওয়া যায় তা সিইপিজেডস্থ কন্টেইনার ডিপো QNS Container Services Ltd হতে ইস্যুকৃত। উক্ত চালানের মধ্যে মালামালের বিবরণ হিসেবে ২৫০ ব্যাগ Sodium Salphate নাম এবং মালামালসমূহের আমদানিকারকের নাম M/s. Viyella Tex Ltd, Gazipur (Importer) উল্লেখ রয়েছে। ফলে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহ অবৈধ অপসারণের অভিযোগে গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ট-১৩-৫২০৬ ও মালামালসমূহ আটক করা হয়। কিন্তু উক্ত গাড়ী ও পণ্যের মালিকানা কেউ দাবী করেননি। পরবর্তীতে আটককৃত কাভার্ড ভ্যানটি কাস্টমস বন্ড কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বেপজা, সিইপিজেড কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে কার্ভাড ভ্যানটি খুলে মালামালের ইনভেন্ট্রি করা হয় (ইনভেন্ট্রি প্রতিবেদন সংযুক্ত)। ইনভেন্ট্রি শেষে ইনভেন্ট্রিকৃত পণ্যাদি (ডেনিম কাপড়, ভেলভেট/কটন টুইল ও অন্যান্য (পেন্টিং), শার্টিং কাপড় মোট প্রায় ১৫,৯১৩.৩৫ কেজি (৭৯৮ রোল ও ০৪ বস্তা নীট ফেব্রিক্স)) কার্ভাড ভ্যানে লোড করে সীল দ্বারা লক করে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহের অবৈধ অপসারণের অভিযোগে গাড়ী নং-ঢাকা মেট্রো-ট-১৩-৫২০৬ ও মালামালসমূহ আটকপূর্বক আটক মামলা দায়ের করা হয়। গাড়ি আটক পরবর্তী গাড়ির মালিক জনাব জনাব ফরিদ (পিতা-মৃত ইউনুছ ভূইয়া, ঠিকানা- গ্রাম: বায়ারা,ডাকঘর:ঢালুয়া,থানা:নাঙ্গলকোর্ট,জেলা: কুমিল্লা) গাড়ির মালিকানা দাবী করে এবং আটককৃত গাড়িটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার এসআরও নং-১৫৫-আইন/৯৭/১৭১৩/শুল্ক, তারিখ-১২.০৬.১৯৯৭খ্রিঃ অন্তবর্তীকালীন ছাড় প্রদানের জন্য সমুদয় কাগজপত্র/দলিলাদি এ দপ্তরে দাখিল করে।

কারণ দর্শানো নোটিশ জারী ঃ

M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong ডিপো হতে ইস্যুকৃত চালান ব্যবহার করে এবং উক্ত মালামালসমূহের আমদানিকারক হিসেবে M/s. Viyella Tex Ltd (Importer), Gazipur এর নাম থাকায় আলোচ্য প্রতিষ্ঠান ২টি কে The Customs Act, 1969 এর ধারা 2(S)(T)(TT), 13(1)(2)(3), 32, 91, 97, 105, ও 113 আমদানি-রপ্তানি

Scanned by CamScanner

(নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর ধারা-৩(১), বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৪৭এর ধারা ৮(১) এবং দি কাস্টমস্ (এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন) রুলস্-১৯৮৪ এর ধারা-১০ আওতায় অপরাধ করায় গত ২৫.০৩.২০১৯ তারিখে কারণ দর্শানো জারী করা হয়।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব দাখিল ঃ

বেসরকারি কন্টেইনার ডিপো M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong ১০.০৪.২০১৮ তারিখে তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত কারন দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং একই সাথে M/s. QNS Container Services Ltd তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশ হতে অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে এতদবিষয়ে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য ব্যক্তিগত শুনানী উপস্থিত হতে আগ্রহী মর্মে জানান। কিন্তু অপর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান M/s. Viyella Tex Ltd (Importer), Gazipur তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করেননি।

শুনানী গ্রহণ ঃ

বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য অবৈধভাবে অপসারণের অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৬.০৪.২০১৮ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং এ দপ্তরের পত্র নথি নং- এস-১/০১/কাবক/সিইপিজেড/পণ্য আটক/১৯/৮২৯(১-২), তাং-১৫/০৪/২০১৯ ইং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। নির্ধারিত ১৬.০৪.২০১৯ তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি CEO জনাব মেজর মুনির উদ্দিন হাসান (অবঃ) উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি CEO জনাব মেজর মুনির উদ্দিন হাসান (অবঃ) শুনানীর বক্তব্যে বলেন যে, M/s. QNS Container Services Ltd কোন আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্টতা নেই। শুধুমাত্র পণ্য হ্যান্ডেলিং করা হয়। কাস্টমস এর উপস্থিতিতে উক্ত ডিপোতে ৩৭টি পণ্য আমদানি হয়ে গুদামজাত হয়। সেখানে ধৃতকৃত পণ্যটি আমদানিকৃত তালিকায় নেই এবং তাদের ডিপোতে আসেনা। তিনি আরো জানান যে চালানের মাধ্যমে পণ্য চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে চালানটি Photocopy করা একটি চালান। ধৃত চালানটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, চালানের রেফারেন্স সব অপরিবর্তীত রেখে কেবলমাত্র তারিখ, সময় ও গাড়ী নম্বর টেম্পারিং করা হয়। কিন্তু M/s. QNS Container Services Ltd ডিপো হতে প্রত্যেকটি চালানের Unique রেফারেন্স নম্বর থাকে। সেক্ষেত্রে একই রেফারেন্স নম্বর দিয়ে দু'বার ব্যবহার করা সম্ভব নয় মর্মে তিনি জানান। যে গাড়ীটি আটক করা হয়েছে সে গাড়ীটি একটি কাভার্ড ভ্যান যাতে সীল লক লাগানো ছিল। কিন্তু আলোচ্য ডিপো হতে আমদানিকৃত মালামাল বাইরে গেলে কাভার্ড ভ্যানে সীল লক লাগানো থাকে না বা এ ধরণের কোন অপসন নেই।

গাড়ির মালিকের বক্তব্যঃ

গত ১৫.০৫.২০১৯খ্রিঃ তারিখে আটককৃত কাভার্ডভ্যান রেজিঃ নং- ঢাকা-মেট্রো-ট-১৩-৫২০৬ এর মালিক জনাব আব্দুল মমিন, পিতা-মৃত তাজুল ইসলাম, ঠিকানা- গ্রাম+ডাকঃ বাতিসা, থানাঃ চৌদ্দগ্রাম জেলাঃ কুমিল্লা বলেন যে গাড়ীটি ১৯.০১.২০১৯ ইং তারিখে তাদের কুমিল্লায় নিজস্ব গ্যারেজ হইতে চট্টগ্রামে মাসিক ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত গাড়ীখানা নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তিনি গাড়ীর ব্যাপারে খবর নেওয়ার জন্য ড্রাইভারকে ফোন করলে তার মোবাইল বন্ধ পান। পরবর্তীতে বিশ্বস্থ সূত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম গিয়ে জানা যায় যে, গাড়ী খানা বেপজা ও বন্ড কাস্টমস কর্তৃক ২১.০১.২০১৯ইং তারিখে আটক অবস্থায় বন্ড কমিশনার সিইপিজেড শাখায় দেখতে পান। পরবর্তীতিতে কোন মারফত গাড়ীখানা আটক হয়েছিল তা জানার জন্য গাড়ীর ড্রাইভার এবং হেলপারের বাড়ীতে খবর দেই কিন্তু তাদের সেখানেও পাওয়া যায়নি। বর্তমানে তারা পলাতক অবস্থায় আছে এবং উক্ত গাড়ীর আটকের ব্যাপারে তিনি অবগত ছিল না। তাছাড়া তিনি আরও বলেন যে, গাড়ীটির ব্যাপারে এ দপ্তর হতে আটকের বিষয়ে তাঁকে অবগত করা হবে কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অনুকূলে এ দপ্তর হতে এই বিষয়ে কোনো প্রকার তথ্য না দেয়া হয়নি। গাড়িটি দীর্ঘদিন যাবত আটকের ফলে তাঁরা মারাত্মক আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তাছাড়া গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকের নিকট দ্বায়বদ্ধ(ঋনগ্রস্থ)। গাড়িটি দীর্ঘদিন যাবত আটক থাকার ফলে ব্যাংকের নিকট ঋনের টাকা পরিশোধ করতে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং গাড়িটি আটক থাকার ফলে গাড়ির যন্ত্রাংশ ও মেশিনারীজ বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোপরি আটককৃত কাভার্ডভ্যানটি (ঢাকা মেট্রো-ট-১৩-৫২০৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার এসআরও নং-১৫৫-আইন/৯৭/১৭১৩/শুল্ক, তারিখ-১২.০৬.১৯৯৭খ্রিঃ এর নির্দেশ মোতাবেক অন্তবর্তীকালীন ছাড় প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করেন।

পর্যালোচনা ঃ

আটক প্রতিবেদন, মামলা, কারণ দর্শানো নোটিশ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং নথিতে রক্ষিত অপরাপর দলিলাদি পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহের আমদানিকারক M/s. Viyella Tex Ltd (Importer), Gazipur বিরুদ্ধে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেননি এবং অপর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারি কন্টেইনার ডিপো M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong ১০.০৪.২০১৮ তারিখে তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত কারন দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং একই সাথে M/s. QNS Container Services Ltd তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ১৬.০৪.২০১৯ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে M/s. QNS Container Services Ltd এর প্রতিনিধি CEO জনাব মেজর মুনির উদ্দিন হাসান (অবঃ) জানান যে, আলোচ্য মামলায় তাদের প্রতিষ্ঠানের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এবং তিনি তার লিখিত

Scanned by CamScanner

বক্তব্যেও বিষয়টি স্পষ্ট করেন। তাছাড়া লিখিত ব্যক্তব্যে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, দুষ্টচক্রের এইসব অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য তাদের কোম্পানী কিছুতেই দায়ী নয় অর্থাৎ M/s. QNS Container Services Ltd এ আটক পণ্য চালানের মালিকানা বা দাবীদার নন। ফলে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হলো ঃ

আদেশঃ

বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য অবৈধভাবে অপসারণের দায়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান Viyella Tex Ltd (Importer), Gazipur এর বিরুদ্ধে দায়েকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় এবং অপর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারি কন্টেইনার ডিপো M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong এর দাখিলকৃত লিখিত জবাব এবং শুনানীতে উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত ব্যক্তব্যে আটককৃত মালামাল প্রায় ১৫,৯১৩.৩৫ কেজি (৭৯৮ রোল ও ০৪ বস্তা নীট ফেব্রিক্স) ও কাভার্ড ভ্যান নং-ঢাকা মেট্রো-ট-১৩-৫২০৬ এর বিষয়ে তাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এবং দুষ্টচক্রের এইসব অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য তাদের কোম্পানী কিছুতেই দায়ী নয় নয় বলে লিখিত বক্তব্যে জানান। এক্ষেত্রে আটককৃত মালামালের মালিকানা কেউই দাবী না করায় **The Customs Act, 1969 এর section 180 মোতাবেক আটককৃত মালামাল ও কাভার্ডভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ট-১৩-৫২০৬) সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদান করা হলো।** তবে গাড়িটি পাবলিক যানবাহন হওয়ায় এবং মালিকের আবেদন বিবেচনায় এনে দি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর ধারা-১৮১ এর ক্ষমতাবলে গাড়িটি বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে উক্ত অনিয়মের জন্য গাড়ি মালিকের অনুকূলে বিমোচন জরিমানা বাবদ **১৫,০০০/- (পনের হাজার)** টাকা আরোপ করে গাড়িটি খালাস প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো। গাড়ির মালিক উক্ত বিমোচন জরিমানা বাবদ অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে টিআর চালানের মূলকপি এ দপ্তরে জমার প্রেক্ষিতে বাজেয়াপ্তকৃত মালামালসমূহ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের শুল্ক গুদামে সংরক্ষিত রেখে গাড়িটি মালিকের অনুকূলে ছাড় প্রদানের আদেশ প্রদান করা হলো।

স্বাঃ-
(মোঃ আজিজুর রহমান)
কমিশনার
ফোন- ০৩১-২৮৬৩২৫৩

নথি নং- এস-১/০১/কাবক/সিইপিজেড/পণ্য আটক/১৯/ ৯৬৯ (৬) তারিখ-১৯/০৫/২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২। দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সহকারী কমিশনার (কাস্টোডিয়ান শাখা), কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম (আটককৃত মালামাল ও কাভার্ড ভ্যানটির মালিকানা দাবীদার না থাকায় তা সরকারি গুদামে সংরক্ষণের অনুরোধ করা হলো)।
৩। সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, M/s. QNS Container Services Ltd, CEPZ, Chittagong.
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, M/s. Viyella Tex Ltd (Importer), Gazipur.
৬। গাড়ির মালিক, জনাব আব্দুল মমিন, পিতা-মৃত তাজুল ইসলাম, ঠিকানা- গ্রাম+ডাকঃ বাতিসা, থানাঃ চৌদ্দগ্রাম জেলাঃ কুমিল্লা
৭। অফিস কপি।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
সহকারী কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে-

Scanned by CamScanner